ঝিনাইদহে হাতকড়া পরা আসামি রাতে পলালেও সকালে গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে গ্রেপ্তারের পর হাতকড়া পরা অবস্থায় পুলিশ ফাড়ি থেকে পালিয়ে যান এক পরোয়ানাভুক্ত আসামি। পরে রাতভর অভিযান চালিয়ে শনিবার সকালে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাকে পুনরায় হাতকড়া পরা অবস্থায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া ওই আসামির নাম ফরিদ হোসেন (২৮)। তিনি উপজেলার চুয়াডাঙ্গা গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে। তার মায়ের করা চুরি ও মারধরের একটি মামলায় তার বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (৩ জুলাই) রাত আট টার দিকে উপজেলার ভোমরাডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাফদারপুর পুলিশ ফাড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুল কুদ্দুস ফরিদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেন। পরে তাকে হাতকড়া পরা অবস্থায় সাফদারপুর পুলিশ ফাড়িতে রাখা হয়। রাতের কোনো একসময় তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। ঘটনার পরপরই পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান শুরু করে। রাতভর তল্লাশি চালানোর পর শনিবার সকালে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফরিদ হোসেনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শেখ বিল্লাল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, হাতকড়া পরা অবস্থায় সাফদারপুর পুলিশ ফাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামিকে রাতভর অভিযান চালিয়ে শনিবার সকালে হাতকড়া পরা অবস্থায় পুনরায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাইকেল কাণ্ডের অভিযোগে পদ

হারালেন কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের আমির

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজুল ইসলামকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অনিয়ম ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সাংগঠনিক কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি কোটচাঁদপুর উপজেলায় এডিবির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় বিতরণ করা সরকারি বাইসাইকেলের মধ্যে একটি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর নামে বরাদ্দকৃত সাইকেল জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেই গ্রহণ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম। পরে সেটি তিনি তাঁর নাতিকে উপহার দেন বলে অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশে সাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ফেরত দেওয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাইমুন ইসলামের নামে একটি বাইসাইকেল বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ওই শিক্ষার্থীকে সাইকেলটি না দিয়ে মাওলানা তাজুল ইসলাম নিজেই মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করে সেটি গ্রহণ করেন এবং পরে নিজের মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাওলানা তাজুল ইসলাম প্রথমে দাবি করেন, সাইকেলটি তাঁর প্রতিবেশী এক ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি বক্তব্য পরিবর্তন করে বলেন, তাঁর ছেলে বেকার ও আর্থিক সংকটে থাকায় সাইকেলটি তাঁর নাতনি মারিয়াকে দেওয়া হয়েছিল।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাইকেল বিতরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শে সাইকেলটি ফেরত নেওয়া হয়েছে। এটি প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পুনরায় বিতরণ করা হবে।

তিনি আরও জানান, বাইসাইকেল ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ বিতরণে কোনো

অনিয়ম হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলমান রয়েছে।

এ ঘটনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় উপজেলা আমিরকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জেলা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল নেতারা জানান, সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নীতিমালা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

তবে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া মাওলানা তাজুল ইসলাম বলেন, “শুনেছি আমাকে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এমন কর্মকাণ্ড করা উচিত হয়নি। মানুষ মাত্রই ভুল করে, আমারও ভুল হয়েছে।” তবে পদ হারালেও তিনি দলীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবেন বলে জানান।

নিজের লিঙ্গ কর্তন করলেন মহেশপুরের এক যুবক

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ৮ নম্বর বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের রুলি গ্রামে মাদক সেবনের পর এক যুবক নিজের লিঙ্গ নিজেই কর্তন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার (৩ জুলাই) সকাল আনুমানিক ১০টা ২০ মিনিটে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আহত যুবক মো. সালাউদ্দিন (২২) একই গ্রামের সন্তোশ মন্ডলের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তাদের আদি বাড়ি একই উপজেলার চাপাতলা গ্রামে।

পরে তার বাবা ঘরজামাই হিসেবে গাড়াপোতায় বসবাস করতেন।

দীর্ঘদিন মাদকাসক্তির কারণে সালাউদ্দিনকে অন্য এলাকা থেকে চলে আসতে হয়। এরপর তিনি ও তার মাসহ রুলি গ্রামে ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার দিনও তিনি মাদক সেবনের পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিজের লিঙ্গ নিজেই কর্তন করেন। তবে এ দাবির সত্যতা এখনো প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি।

রুলি গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় সালাউদ্দিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও ঘটনাটি সত্য বলে তিনি জানান।

বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য নাসির হোসেন বলেন, স্থানীয় ভাবে বিষয়টি জেনেছি এবং খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হয়েছি। তবে এর প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান বলেন, “ঘটনার বিষয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বিষয়টির প্রকৃত কারণ যাচাই করে আইনগতভাবে প্রয়োজনীয ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করেছে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

মহেশপুর পৌরসভার প্রকৌশলীর নকশা জালিয়াতি, রাস্তা দখল করে চলছে ভবন নির্মাণ

ঝিনাইদহের মহেশপুর পৌরসভায় ভুয়া তথ্য দিয়ে প্রকৌশলীকে ম্যানেজ করে ভবন নির্মানের নকশা অনুমোদনের অভিযোগ উঠেছে।

তদন্তে নকশা জালিয়াতির প্রমাণ মিললেও অদৃশ্য কারণে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি পৌর কর্তৃপক্ষ। উল্টো কাজে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে নির্বাহী প্রকৌশলী সোহেল রানার বিরুদ্ধে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০২১ সালে মহেশপুরে পৌরসভার পশু হাসপাতাল পাড়ার সাহাবুদ্দিন মহুরি ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ৪ দশমিক ৪৫ শতক জমি ক্রয় করে রাজিয়া খাতুন নামের এক নারী। ৭ ফুট প্রশস্ত রাস্তা সংরক্ষিত থাকার কথা ছিলো দলিলে।

অভিযোগ রয়েছে পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী সোহেল রানাকে ঘুষ দিয়ে দলিলে উল্লেখিত তথ্য গোপন করে নকশা অনুমোদন করে সাহাবুদ্দিন মহুরি।

৭ ফুট রাস্তার ৪ ফুট দখল করে ঘর নির্মাণ শুরু করে তারা। এ নিয়ে রাজিয়া আক্তার পৌরসভায় অভিযোগ দিলে তদন্তে এই নকশা জালিয়াতির তথ্য বেরিয়ে আসে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত কয়েক দফা অভিযোগ দিলেও পৌর কর্তৃপক্ষ সেই ভবন নির্মাণ বন্ধ করেনি।

এমনকি নির্বাহৗ প্রকৌশলী সোহেল রানা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে এখন সেই ভবন তৈরীতে সযোগীতা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী রাজিয়া খাতুন বলেন, আমি বার বার পৌরসভার অভিযোগ দিয়েছি কিন্তু তাতে কোন ফল আসেনি। কয়েকবার শালিসী বৈঠকে ভবনের রাস্তার অংশ অপসারণের কথা হলেও সেই শালিসের সিন্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি। মুলত নির্বাহী প্রকৌশলী ঘুষ নিয়ে ভবন অপসারণ করছে না উল্টো অভিযোগ থাকা স্বত্বেও কাজ করার অনুমতি নিয়েছে।

রাস্তা দখলকরে ভবন নির্মাণের বিষয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পাওয়া যায়নি দখলদার সাহাবুদ্দিনকে। পরে ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেন নি। অভিযোগের ব্যাপারে নির্বাহৗ সোহেল রানা বলেন, কাজ তো হওয়ার কথা না। আমরা বিষয়টি দেখছি।

এ ব্যাপারে মহেশপুরে পৌরসভার প্রশাসক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ভবন নির্মাণের বিষয়ে এর আগে একটি শালিসী বৈঠক করা হয়েছিলো। সেই সিন্ধান্ত দ্রুতই বাস্তবায়ন করা হবে। আর যেহেতু ভবন নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ আছে তাই এখন ভবন নির্মাণ করতে পারবেন না। কাজ বন্ধের বিষয়টি আমি দেখছি।

ঝিনাইদহে খুলনা বিভাগীয় কীটনাশক ব্যবসায়ী সম্মেলন ও বনভোজন

কীটনাশকের সুষম ব্যবহার ও বন্টনে ব্যবসায়ীদের করণীয় বিষয় নিয়ে ঝিনাইদহে খুলনা বিভাগীয় কীটনাশক ব্যবসায়ী সম্মেলন ও বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালে শহরের জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্কে এ সম্মেলনের আয়োজন করে গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেড। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহিদ হাসান’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার, ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. কামরুজ্জামান, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মিঠু চন্দ্র অধিকারী, মহেশপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন সুলতানা, হরিণাকুন্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর, কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেডের পরিচালক মোক্তার হোসেন। সমাবেশে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোরসহ ৮ টি জেলার কীটনাশক ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তারা, ফসলে কীটনাশকের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবসায়ীদের করণীয় নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদাণ করেন।

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

“স্বাস্থ্য আপনার মূল্যবান সম্পদ” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে শহরের পৌর ইকো পার্ক (দেবদারু চত্বর) থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়। নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমীর সিনিয়র সদস্য এ কে এম নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, কৃষকদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শেখর, নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমীর পরিচালক কাজী আলী আহম্মেদ লিকু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন একাডেমীর সদস্য শাহানুর আলম। আলোচনা সভার আগে পৌর ইকো পার্কের নবগঙ্গা নদীর পাড়ে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করে অতিথিবৃন্দ।

‘স্বাস্থ্য আপনার মুল্যবান সম্পদ’ এই শ্লোগানে ১ বছর আগে পৌর ইকোপার্কের নবগঙ্গা নদীর পাড়ে শুরু হয় এই একাডেমীর যাত্রা। শুরুতে ২/৩ জন সদস্য থাকলেও এখন তা দাড়িয়েছে দেড় শতাধিকে। প্রতিদিন ভোরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এখানে শরীরচর্চায় অংশ নিয়ে সুস্থ জীবন গঠনে ভূমিকা রাখছেন।

ড্রাগন ফলের রাজধানী মহেশপুরের গৌরীনাথপুরে প্রতিদিন বিক্রি কোটি টাকা

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার গৌরীনাথপুর বাজার এখন দেশের অন্যতম বৃহৎ ড্রাগন ফলের পাইকারি বিপণনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ‘ড্রাগনের রাজধানী’ হিসেবে পরিচিত এ বাজারে মৌসুমজুড়ে প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে জমজমাট বেচাকেনা। জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কৃষকদের উৎপাদিত ড্রাগন ফল বিক্রি হয় এই বাজারে। বর্তমানে প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার ফল বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বড় বাজার গড়ে ওঠায় ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন কৃষক।

সরেজমিনে গৌরীনাথপুর বাজারে গিয়ে দেখা যায়, বাজারজুড়ে সারি সারি আড়তে লাল, গোলাপি ও হলুদ রঙের ড্রাগন ফলের স্তূপ। ভোর থেকেই কৃষকেরা ভ্যান, পিকআপ ও ট্রাকযোগে ফল নিয়ে আসছেন। আড়তগুলোতে চলছে বাছাই, ওজন ও প্যাকেটজাত করার ব্যস্ততা। এরপর দেশের বিভিন্ন জেলায় ট্রাকযোগে পাঠানো হচ্ছে এসব ফল।

ব্যবসায়ীরা জানান, বর্তমানে বাজারে প্রায় ১০০টি আড়তে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ড্রাগন ফল কেনাবেচা হচ্ছে। এখান থেকে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফল সরবরাহ করা হয়।

স্থানীয় কৃষক আব্দুল হক বলেন, আগে ড্রাগন ফল বিক্রির জন্য দূরের বাজারে যেতে হতো। এখন গৌরীনাথপুরেই বড় বাজার হওয়ায় পরিবহন খরচ কমেছে এবং ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছি।

আরেক কৃষক রবিউল ইসলাম বলেন, ড্রাগন চাষে খরচ তুলনামূলক কম, লাভও ভালো। বাজারে ক্রেতার অভাব নেই। তাই প্রতিবছরই বাগানের পরিধি বাড়াচ্ছি।

আড়তদার সাইদুর রহমান বলেন, মৌসুমের সময় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ড্রাগন ফল বাজারে আসে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এখানে এসে সরাসরি ফল কিনে নিয়ে যান। কৃষকও ভালো দাম পান, আমরাও ব্যবসা করতে পারছি।

পাইকারি ব্যবসায়ী আব্দুর রহিম বলেন, গৌরীনাথপুরের ড্রাগনের মান ভালো হওয়ায় দেশের বাজারে এর চাহিদা অনেক বেশি। প্রতিদিন কয়েকটি ট্রাক ভর্তি ফল বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হচ্ছে।

এ ব্যাপারে মহেশপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, ড্রাগন ফলের নিরাপদ উৎপাদন নিশ্চিত করতে কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোনো ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিকের অপব্যবহার যেন না হয়, সে বিষয়ে আমরা সার্বক্ষণিক নজরদারি করছি। পাশাপাশি গৌরীনাথপুর বাজারের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাপনা এবং কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতেও কৃষি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

একজনের বরাদ্দের সাইকেল অন্যকে দিয়ে ফেঁসে গেলেন জামায়াত নেতা!

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এডিপির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দের মালামাল বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।

সরকারি বরাদ্দে কেনা এসব বাইসাইকেল, ছাগল, স্প্রে মেশিন, সেলাই মেশিন, ফুটবল ও হুইল চেয়ার বিএনপি ও জামায়াত নেতারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এরই মধ্যে উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এক মাদ্রাসা ছাত্রের নামে বরাদ্দকৃত বাইসাইকেল নিজে স্বাক্ষর করে তুলে নেন এবং তা নিজের নাতিকে উপহার দেন।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠলে, স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশে অবশেষে বুধবার দুপুরে বাইসাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন ওই জামায়াত নেতা।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সাইমুন ইসলামের নামে একটি বাইসাইকেল বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র সাইমুনকে সেই সাইকেল না দিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম নিজেই মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করে সাইকেলটি তুলে বাড়ি নিয়ে যান। পরবর্তীতে সাইকেলটি তিনি তাঁর মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

ভুক্তভোগী মাদ্রাসা ছাত্র সাইমুন ইসলাম জানায়, তার নামে বরাদ্দ হওয়া সাইকেলটি প্রথমে তাকে দেওয়া হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে বুধবার তড়িঘড়ি করে সাইকেলটি তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শুধু জামায়াত আমিরই নন, বিএনপি নেতারাও বরাদ্দকৃত সাইকেল, সেলাই মেশিন ও স্প্রে মেশিন নিজেদের স্বজনদের মাঝে বণ্টন করেছেন বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত নেতা তাজুল ইসলাম প্রথমে দাবি করেন, সাইকেলটি তাঁর প্রতিবেশী এক ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল। তবে পরক্ষণেই বক্তব্য বদলে তিনি বলেন, তাঁর ছেলে বেকার এবং আর্থিক সংকটে থাকায় সাইকেলটি তাঁর পুতনি মারিয়াকে দেওয়া হয়েছিল। একই সাথে তিনি স্বীকার করেন, বরাদ্দকৃত এসব মালামাল জামায়াত ও বিএনপি নেতারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

সরকারি মালামাল দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ভাগাভাগি ও অনিয়মের এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল।

তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন মাধ্যমে যা শোনা যাচ্ছে, এমন ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং একটি খারাপ নজির সৃষ্টি করবে।

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, “সরকারি বরাদ্দ যদি দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে এভাবে ভাগাভাগি হয়ে থাকে, তবে প্রশাসনের উচিত দ্রুত তদন্ত করে এর পেছনে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তাজুল ইসলামের এই কর্মকান্ডে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সাবেক মাদ্রাসা শিক্ষক ও জামায়াত সমর্থক শের আলীও। তিনি বলেন, “মাওলানা তাজুল ইসলাম মোটেও কোনো দরিদ্র মানুষ নন। তিনি সাবেক উপজেলা

চেয়ারম্যান ছিলেন, শহরে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে এবং সন্তানরাও ভালো চাকরি করেন। একজন দায়িত্বশীল মানুষের এমন সরকারি বরাদ্দের বাইসাইকেল জালিয়াতি করে নেওয়া কোনোভাবেই ঠিক হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠলে ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মতিয়ার রহমানের নজরে আসে। পরবর্তীতে তাঁরই নির্দেশে বুধবার দুপুরে সাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী অফিসে ফেরত আনা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, “সাইকেল বিতরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছিল। পরে স্থানীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে সাইকেলটি ফেরত আনা হয়েছে এবং এটি নতুন করে প্রকৃত উপকারভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বাইসাইকেল ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ (যেমন: সেলাই মেশিন, ছাগল, স্প্রে মেশিন ইত্যাদি) বিতরণে আর কোনো অনিয়ম হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে সুষ্ঠু তদন্ত চালানো হচ্ছে।

ঝিনাইদহে জমজমাট ফল উৎসব

দেশীয় ফলের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা ও ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফল উৎসব।

বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে শহরের কলাবাগান এলাকার ঝিনাইদহ ল্যাবরেটরি স্কুলে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালক ইসাহাক আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবক বাবলু খাঁন, হাসান আসকারি, ঝিনাইদহ ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক লিজা ফেরদৌস।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলা এ উৎসবে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, খেজুর, ডেউয়া, লটকন, কলাসহ ২৮ প্রজাতির দেশীয় ফল প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিটি ফলের নাম, পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা তুলে ধরা হয় শিক্ষার্থীদের সামনে। আয়োজকদের আশা, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দেশীয় ফলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। সেই সাথে গড়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস।

ঝিনাইদহে র্যালি ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহে র্যালি ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১ জুলাই) ঝিনাইদহস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (ডুসাজ) এর আয়োজনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

দিবসের শুরুতে ঢাবির সাবেক শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহনে সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় তারা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় মাঠে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করেন।

এ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (ডুসাজ) এর সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাব্বত হোসেন টিপু, সাধারণ সম্পাদক (অবঃ) শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়ুব হোসেন রানা, সাবেক ঢাবিয়ান হাসানুজ্জামান, মাসুদুল আলম, রিগান, আব্দুল লতিফ, শরীফুল ইসলাম, প্রফেসর খুরশীদ আলম মল্লিকসহ অন্যান্যরা।